ঋত্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

মহিলা সদস্য

মহামায়া বস্ত্রালয়ের পলি প্যাকেটে গোল করে পাকানো ফর্মটা। পাশেই ভাঁজ করা চৌকো কাগজের ঠোঙা। পলি প্যাকেটের নীলচে রং সকালের রোদে এক টুকরো মেঘ হয়ে যায়। মেঘের টুকরোটা ছন্দার হাতে। যত পথ চলে প্যাকেটটা নড়ে চড়ে।

বিয়ের নতুন জুতোয় পঞ্চায়েতের পাতা ইটে খটমট শব্দ। রাস্তার দু-পাশে বন সৃজনের গাছপালা। ছন্দার চটির শব্দে হুস করে কাকটা উড়ে যায়। ছাতার পাখির ঝাঁক শাখা বদল করে পাশের গাছে কিচিরমিচির ডাকে।

মা হাঁক দেয়, একটু আস্তে চল গো?

কথার টানে পিছনে তাকায় ছন্দা। ডান হাতে পাতলা পলিপ্যাকেট আঙুলের চাপে ভাঁজে খাঁজে সড়সড় বেজে ওঠে।

না থামলে একসঙ্গে হই কী করে? মায়ের গলায় সঙ্গী হওয়ার বাসনা।

পঞ্চায়েতের বিছোনো ইট বর্ষার জল পেয়ে গোড়া আলগা। সুতরাং বুড়ি মানুষ পা ফেলে সাবধানে। সাবধানি বলেই পা বাড়াতে সময় যায়। ছন্দা দাঁড়িয়ে বলে, মা—আমি না হয় একটু জোরে যাই। তুমি আসো—

হাত বাড়িয়ে থামায়। মেয়ের কাছাকাছি এসে বলে, চল না। বুঝিয়ে বাজিয়ে তো কাজটা সারতে হবে—

বিছোনো ইট নাচিয়ে ঢকর ঢকর শব্দে তিন চাকা ভ্যান রিকশাটা পাশ কাটায়। কাচা জামা কাপড়, প্যান্ট শার্টে বাবু হয়ে হাটের দোকানদার, মাস্টার মীনব্যাপারী চলে যায় বাস-রাস্তামুখো। ধীরেন মাস্টার বলে, বাবা ভ্যান—ন'টা বাজে রে। একটু জোরে টান। কলকাতার ডিলাক্স ধরব যে—

ঘামে নেয়ে ছোকরা শম্ভু জোরে প্যাড্‌ল চাপে। মাস্টার মশাইয়ের ক্লাসে ভালো ছাত্রের যোগ্যতা না-দেখাতে পারলেও এখন দু-পায়ে সমস্ত শরীর ঢেলে মরিয়া। কলকবজার গতি আর নিজের জোর একমুখী করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টায় মগ্ন।

উঠোনে পা ফেলে থমকে যায় ছন্দা! মাটি বাঁধিয়ে তুলসী মঞ্চ। পাকা দেওয়ালে টালি ছাউনি টানা ঘরবাড়ি। টালির মটকা ডিঙিয়ে রোদ্দুর উঠোনময়। সিমেন্টের দাওয়ায় মাদুর পেতে দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে বই খাতায় মুখ গুঁজে। ছেলেটা পড়ে, গুরুদাস কাটে ঘাস।

মেয়েটা বানান করে, টি ডবল্যু ও, টু—টু মানে দুই—

ছন্দা হাতের পলি প্যাকেটটা আঁকড়ে চাপা স্বরে মাকে বলে, তাড়াতাড়ি করতে বললুম। না, উনি আবার ঘর দাওয়া ন্যাতা পোঁছা সেরে উঠোন ঝাঁট দিয়ে তবে বার হল—

Scanned by CamScanner

—বাসি ঘর ফেলে বার হতে পারি? অভ্যস্ত গৃহিণীর চোখে তাকায় বুড়িমাটা। রাগে গলার স্বর চড়া। ছন্দা ঝামটায়, না পার তো এবার ডাকো তুমি?

মেয়ের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বরং এগিয়ে যায় বুড়িমা। ঠরঠরে পায়ে খানিক গিয়ে বাচ্চাদের বলে, হ্যাঁ মানিক, তোদের মা কোথায় রে বাবু? ছেলেটা পাশে দিদির দিকে তাকায়। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না। বাচ্চা মেয়েটা একবার বুড়ি মা...তার পাশে বউটাকে দেখে বলে, মা তো রান্নাশালে—

উঠোনের ওপাশে খোঁটায় বাঁধা গোরু খড় চিবোয়। খানিক পিছনে গাছটায় টকটকে লাল জবা মৃদু হাওয়ায় দোল খায়। দুলে দুলে রোদ মাখে। থেকে থেকে ঝাপটা মারে লাল। বুড়িমা আবার বলে, ডেকে দাও না গো। বড্ড দরকার তোমার মাকে—

খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে শ্যামলী পাত্র মুখ বাড়ায়। চমকে ওঠে। আনাজ ক'টা নেড়ে চেড়ে জল ঢালতে বাকি। কাঠকুটোর উনুন গনগনিয়ে জ্বলে। আগুনের আভাসে শ্যামলীর চওড়া কপাল গলায় ঘাম। গুমসে যায় মনে মনে।

বুড়িটা জোরে ডাকে, ও বউমা— বউমা গো—

খুন্তির ধাক্কা কড়ার ধাতবে। ঠং ঠং শব্দ। শ্যামলী পাত্র কোমরে আঁচলটা আর একটু গোঁজে।

ছন্দা সতর্ক করতে বুড়িমাকে মৃদু ঠোনা দেয়। বুড়ি মা আবার চ্যাঁচায়, ও খুকি তোর মাকে ডেকে দে না লো—

খুন্তি দিয়ে বার তিনেক নেড়ে চেড়ে কষা আনাজে জল ঢেলে বেরিয়ে আসে ছোটো বউ শ্যামলী। তাড়াতাড়িতেই হাতে খুন্তি। দাওয়ায় এসে বলে, কে গো?

—আবার এলুম, বুড়ি জানায়।

—আমরা গো বউদি, কপালে সিঁদুর, পাটভাঙা ছাপা শাড়িতে পাড়ার মেয়ে ছন্দা এখন ভিন গাঁয়ের নতুন বউ। হাসি ফুটিয়ে মন ভেজাতে চায়।

—কী ব্যাপার? কী কাজ রে! পরমুহূর্তে খানিক বিরক্তি মাধ্যমিক পাশ পাত্র বাড়ির ছোটো বউয়ের।

সেই রেশান কাড, বলল বুড়িমা।

—কাল তো লিখে দিলুম। সিল ছাপ মেরে সই করে দিলুম...! লম্বা হয়ে শ্যামলীর গলার স্বরে ঝুলে থাকে বাক্যটা।

—তাইতে হয়নি গো বউদি। ফুড অফিস আবার দরখাস্ত কিনতে বলল। এক টাকা চল্লিশ নিলে, বলতে বলতে দম হারায় ছন্দা। তাড়াতাড়ি পলি প্যাকেট খুলে দরখাস্ত বের করে।

এক টাকা চল্লিশ! একটু অবাক হয়েও চুপচাপ শ্যামলী। ফরসা কপালে ঘাম। আঁচল খুঁজতে গিয়ে হাতে খুন্তি।

ছন্দা আঁকপাক করে পাকানো দরখাস্তটা খোলে। একটু আলগা পেতেই দরখাস্তটা সড়াত করে গোল হয়ে যায়। ছন্দা আবার মেলে ধরে।

শ্যামলী চকিতে দেখতে পায় দরখাস্তটার শিরোনাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফর্ম নং ২।

সংশোধিত রেশন এলাকায় রেশন কার্ড পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য আবেদন। পড়াটা বাকি রেখেই বলে, ঠিক আছে। ভালো হয়েছে। দাওয়ায় বসে পূরণ করে ফ্যালো। শেষকালে না হয় আমি একটা সই করে দিচ্ছি—?

—সে কী গো বউমা! বলতে বলতে কাছে আসে, আমরা কি ওসব দরখাস্ত মাস্ত নিখতে জানি? তুমি নিখে পূরণ করে দাও—

—আমি যে রান্না বসিয়েছি। বাটনা বাটা হয়নি! ছেলেমেয়ের ইস্কুল ধরাতে হবে—, বলতে বলতে শ্যামলীর গলায় আবেদন ঝড়ে পড়ে।

ঘর থেকে শাশুড়ি বেরিয়ে দাওয়ার পিলার ধরে দাঁড়ায়। কাঁচাপাকা চুলে বিধবা শাশুড়ি। কবজি অব্দি জলে ভেজা। ঠাকুরের বাসন ধোয়াধুয়ি নিয়ে ছিল এতক্ষণ। বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো ঠাকুমার কাপড় ধরে শিকড় বাকড়ের মতো আঁকড়ে আছে। শাশুড়ি বলল, ও দিদি দাওয়ায় বোসো। ছন্দার দিকে তাকিয়ে বলে, এই মেয়ে, তুই লেখ না রে? তারপর না হয় ছোটো বউমা এক কলম লিখে দেবে।

লজ্জায় টকটকে সিঁদুর পাটভাঙা ছাপা শাড়িতে হাসিখুশিতে ছন্দা দপ করে নিভে যায়। বলে, জেঠিমা—এক দু-কেলাস পড়তে পড়তে তো বাপ ছাড়িয়ে দিলে। আমি কি ওসব পারি?

হুট করে রান্নাঘরে ঢুকে যায় পঞ্চায়েতের নতুন মহিলা-সদস্য শ্যামলী পাত্র। আনাজ ক'টা নেড়ে চেড়ে পিছন ফেরে। দেওয়ালের গোড়ায় শিলনোড়া দেওয়ালের ঠেকনো পেয়ে দাঁড়ানো। বড়ো বিপন্ন লাগে নিজেকে শ্যামলীর। বাচ্চা দুটোর নাওয়া খাওয়া বই পত্তর গুছিয়ে কে জি ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া। কলেজ পাস করা ক'টা মেয়ে সানাদের বাগানে ইস্কুল খুলেছে, 'গার্গী শিশু নিকেতন'। বাচ্চাদের গলায় লাল টাই বেঁধে জলের বোতল গুছিয়ে না দিলে যে তাদের মুখ ভারী। ফলত নিজেও ভারী মুখে একটা পথ খোঁজে। পট করে মনে হয়, এ পঞ্চায়েতে কি আমি একলা? দুটো সিট তো? একটা মেয়েদের আর একটা পুরুষদের? মনে হতেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে শ্যামলী পাত্র। বলে, ও মাসি— ও ছন্দা—

—বলো গো মা? বুড়ি গলা উঁচিয়ে ওঠে।

—কী গো বউদি? মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয় ছন্দা।

একটু ঢোক গিলে নেয় ঘাম ভর্তি মুখে শ্যামলী পাত্র। চুলগুলো এলোমেলো। বাঁ-হাতে সরিয়ে বলে, আমাদেরই সদস্য প্রাণতোষদার কাছে যাও না তোমরা। পুরোনো লোক—কাগজ নিয়ে গেলেই সব ঠিক করে দেবে।

বুড়ি মা মুখ খোলে, না না। তুমি আমাদের মেয়েমহলের মেয়ে সদস্য। তুমি থাকতে ওই বেটাছেলেদের কাছে কেন যাব?

—দাও না লিখে গো বউদি। আমার শ্বশুর বলেছে, আজ কালের মধ্যে রেশান কার্ড বদলাতে হবে। লোন পাবে— তাই এত তাড়াহুড়ি, মিনতি জানায় ছন্দা।

মানুষ দু-জনকে দেখে একটু ভাবে মহিলা সদস্য। মনে মনে বলে, উফ! ত্রিশ শতাংশ মহিলা সদস্যের একজন হয়ে তো সময় অসময়ের বালাই নেই।

Scanned by CamScanner

সামনে বড় উঠোন। উঠোনে রোদ চড়া হয়ে বেলা দশটা মুখো। কে জি ইস্কুলের ঘণ্টার বাজনা হতে আর কতক্ষণ।... তারপর সমবেত প্রেয়ার। ছাঁচ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মা ও মেয়েটা। হাতে দরখাস্ত মেয়েটার নতুন শ্বশুর ঘরের কড়া পরামর্শ। স্থানীয় নেতা, মহিলা নেত্রীদের নির্দেশ..., গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শুনবেন। শুনতে হবেই। তারপর যতটা পারা যায় অবশ্যই করবেন। এই কয়েক মুহূর্তে এক-ঠে দাঁড়িয়ে শ্যামলী পাত্র একবার বাচ্চাদের মা হয়ে কাতর...একেবারে বুড়ি শাশুড়ির সামনে বাড়ির ছোটো বউ হিসেবে ঘর গেরস্থালির দায়...উঠোনে হাজির গ্রামবাসী দুই মহিলার প্রতি কর্তব্যবদ্ধতা...। এই সংঘাতে কেমন খেই হারিয়ে ফেলে।

বিব্রত শ্যামলীকে দেখে শাশুড়ি বলল, ছোটো বউমা—আমি বাচ্চাদের চান খাওয়া করাচ্ছি। তুমি ওদের কাজটা সেরে দাও তো—। নতুন শ্বশুরঘরে শান্তিতে সংসার করুক—

শাশুড়ির কথায় বুড়িটা যেন নিজের কথাবার্তায় হাঁটবার মতো জায়গা পেল। ফট করে মন খোলে, ঠিক বলেছ গো দিদি—। ভোট দিয়ে বউমাকে পঞ্চায়েতে জিতোলুম। কাজের সময় কার কাছে যাব?

বুড়ির কথায় ঝাঁঝ। উষ্মা জন্মায় শ্যামলীর মনে। বলতে ইচ্ছে করে, এই পঞ্চায়েতে ভোট তো শুধু আমাকে দাওনি? আর একটা তো প্রাণতোষকে—তা না হলে সে জিতল কী করে? তোমার যে দুটো ভোট—এই অসময়ে একলা আমার কাছে এসে জৌরো বাধাচ্ছ? মনের কথা বুকে গুছিয়ে রাখে শ্যামলী। বোঝাতেও তো সময় নষ্ট!

শাশুড়ি কাছে এসে খুন্তি টেনে নেয়। বলে, গুঁড়োমশলা নেই গো?

ছোটো বউ শ্যামলী রান্নাঘরে ঢুকে কৌটো খুঁজে দিয়ে ফিস ফিস করে বলে, নাও মা, বুড়ি বয়সে এই সব করে হাত পোড়াও। তোমার ছেলে তো পঞ্চায়েত ভোটে খুব নাচালে, ভোটে দাঁড়াও, ভোটে দাঁড়াও। তিনি তো দোকানদারি নিয়ে হাঁইফাঁই। এবার সামলাবে কে?

—তা হোক, মানুষের উপকার হবে।

সিমেন্টের দাওয়া ন্যাতা পোঁছায় ঝকঝকে। বসতেই শাড়ি ভেদ করে শীতলতা। পাশেই একখানা কালিছোপা প্যাড, নতুন রবার সিল। শ্যামলী দাওয়ায় হাত চাপড়ে বলে, এসো গো মাসিরা—

পৈঠের কাছে জুতো খুলে ছন্দা উঠে আসে। হাতের ফর্মটা মেলে ধরে। শ্যামলী কলম হাতে। দরখাস্তটা পড়ে, আমি শ্রী/শ্রীমতী —শ্রীটা কেটে দিয়ে বলে, ছন্দা তোর বরের পদবি কীরে?

—কাঁসারি গো বউদি।

সেটা লিখে জিজ্ঞেস করে, তোর বয়েস?

—বাইশ-তেইশ।

—হুঁ। তোর নতুন ঠিকানা।

—শ্রীমন্তপুর। থানা মন্দিরবাজার পোস্ট জোগাড়িয়া।

পর পর এক দুই তিন কলমগুলো পূরণ করে জানতে চায়, তোরা যে ডিলারের কাছ

থেকে রেশান নিতে চাস তার নাম? ছন্দা একটু গোঙায়। শ্যামলীর চোখ বড়ো বড়ো হয়। মুখ লালচে হতে থাকে। বুক পাকিয়ে মনে পড়ে ছন্দার, নীলাম্বর জানা গো বউদি—।

নতুন ডিলারের নামটা লিখে শ্যামলী পড়ে পরবর্তী লাইন। কার্ড পরিবর্তনের কারণ—? মনে মনে গজরায়, এবারই তো উকিল মোক্তারের মতো আরজি লিখতে হবে। নে বল, তোর বরের নাম বল?

তখনই খালি গায়ে ভিজে গামছা হাতে ছেলেমেয়ে দুটো নেচে নেচে উঠোন দাপিয়ে ফেরে। চ্যাঁচায়, মা চান হয়ে গেছে—।

আঁতের ডাকে বুক মচকায়। বলে, হয়েছে? খুব ভালো। সোনারা আমার...

বাচ্চা দুটোকে চকিতে দেখে ভাবে শ্যামলী, এখনই দরখাস্তটা শেষ হলে তবু ওদের ভাতের থালায় মাছটার কাঁটা ছাড়িয়ে দিতে পারি।

ছন্দা খানিক চুপচাপ। মা-ঠাকুমারা স্বামীর নাম ধরতে গিয়ে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের তো রেশন কার্ড বদল ভোটার লিস্টি সংশোধন... দেশ গাঁয়ের লোন ফোন, ইউরিয়া ফসফেট কেনার জন্যে টোকেন সিলিপের সামনে দাঁড়াতে হয়নি? সুতরাং ফট করে বলে ফেলে, লগেন কাঁসারি গো বউদি?

—কী? লগেন? না নগেন? ঠিক করে বল?

ছন্দা বড় আতান্তরে। তাই সমর্পণের ভঙ্গিতে জানায়, কী বলি বলো তো বউদি? ওর মা ডাকে লগেন। ওর বাপ ডাকে নগেন— কোন্‌টা ঠিক নাম?

—ধুর মুখপুড়ি। ক'মাস হয়ে গেল ঘর করলি বরের নাম এখনও জানলিনি?

ছন্দাও বউদির ঠাট্টায় বুকে বল পায়। এত ঝক্কিঝামেলার মধ্যেও দরখাস্তটা পূরণ করে দিচ্ছে তো। বিরাগটা পুষে রাখেনি তাহলে?

মহিলা সদস্য শ্যামলী পাত্র একটু গম্ভীর হয়ে কলমের ডগায় ভাষা ফোটাতে উদ্যোগী। ভাবনাটা বাক্যে গ্রথিত করে নিজের মধ্যে। তারপর দরখাস্তের সীমিত রেখার মধ্যে প্রথম আঁচড়ে বলে, গত বৈশাখে মন্দিরবাজার শ্রীমন্তপুরবাসী শ্রীনগেন কাঁসারি পিং..., একটু থেমে জানতে চায়, তোর শ্বশুরের নাম কী রে?

—আঁ...! গুরুপদ গো বউদি।

পিং-এর পাশে লিখতে শুরু করে শ্যামলী পাত্র, গুরুপদ কাঁসারি, মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। এখন উক্ত কারণে আমার রেশন কার্ড মন্দিরবাজার এলাকায় স্থানান্তরিত করিতে চাই।

লেখাটা শেষ করেই আর একবার পড়ে দেখে। কোথাও তেমন কিছু বাদসাদ গেল কি না? সট করে দরখাস্তটা বিছিয়ে আবেদনকারীর স্বাক্ষর-এর জায়গায় আঙুল বসিয়ে শ্যামলী বলে, ছন্দা— এই নে কলম। পারিস? সই কর। না হলে— এই নে, বল ইঙ্কপ্যাডটা বাড়িয়ে ধরে, টিপ দে—

দরখাস্ত ছেড়ে উঠতে যায় শ্যামলী। ছন্দা অনুনয়ে নেতিয়ে বলে, বউদি একটু কিছু লিখে দেবেনি? অফিস যাতে বিশ্বাস করে?

শ্যামলীর ফরসা মুখের উপর বিরক্তির কালি মুছে যায়। ছন্দার দিকে তাকিয়ে বলে, আসল দরকার তো আমাদের এখেনকার ডিলারের সই?

Scanned by CamScanner

—তা হোক। তুমি একটু কিছু কালির দাগ আঁচড়ে দাও বউদি।

আর সময় নষ্ট না করে শ্যামলী লিখতে শুরু করে, আবেদনকারীর আবেদন সত্য। কথাটা লিখে নিজের নাম সই করে। রবার সিলটা প্যাডে ছুপিয়ে নামের তলায় আস্তে করে চাপ দেয়। সরকারি কাগজে খোদিত হয়, সদস্য, কর্ণপুর শরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। শিশুকাল থেকে নিজের দেহ ঘিরে নামটা কাগজপত্র বেয়ে প্রশাসনের মধ্যে ঢুকে যায়। একটু প্রণিত হয়ে বলে, এবার হয়েছে তো?

একেবারে মাক উঠোন থেকে চ্যাঁচায় মেয়েটা, দিদি গো একটু বসবে? গলায় আকুতি। বাচ্চাটাকে ডান কোল বাঁ-কোলে বদল করে। কবজির চুড়িগুলো ঠুনঠান বেজে ওঠে।

লাঠি হাতে বাঁকা কোমরে ইয়ারনবি সাহেব। রোগা চেহারায় চ্যাঁচায়, ও মা—একটু সই করে দে দেখি তোর বোনটার কাগজে—

ছন্দা দরখাস্তে টিপছাপ মেরে বুড়ো আঙুলের কালি মোছে মাথার চুলে। আবার দরখাস্ত শুনে পিছন ফিরে দেখে বলে, বউদি— ও তো রুকসানা?

—হ্যাঁ।

—ওর তো বর নেয় নে।

—হুঁ।

—ওর আর বাচ্চা মেয়েটার জন্যে তো সে বর মাস গেলে খোরপোশের টাকা পাঠায়।

—তাই তো শুনেছি। শ্যামলীর হাতে তখনও বদ্ধ প্যাড, রাবার সিল।

যেহেতু জোরে পা ফেলে, ইয়ারনবি সাহেবের লাঠি শুকনো উঠোনে ঠুক ঠুক বাজে। বেশ দ্রুত বাজনাটা ছড়িয়ে যায়। নিকটতর হয়। ন্যুব্জ পিঠে রোদ হড়কায়। কচি বয়েসের রুকসানা দাদুর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে। যুবতী শরীরে বৃদ্ধাভঙ্গি।

ইয়ারনবি দাওয়ার কাছে বসে দম নেয়। রোদে গা-গলা ঘেমে ভিজে নেয় গেছে।

শ্যামলী বাপের বয়সি মানুষটাকে দেখে ডাক দেয়, উঠে আসো গো চাচা—

পইঠে বেয়ে দাওয়াগোড়ায় বসে বলে, নে। ও রুকসা, কাজের সময় বেশি আটকাসনি। দরখাস্ত বার কর—

শ্যামলীর মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ে। আবার পূরণ করতে হবে।

নবি চাচা বলে, জানিস তো মা—সলেমান, আবার বে করেছে।

—হুঁ।

—সে রাজি হল, মাসে চারশো করে টাকা দেবে।

—তাই তো।

—শালার নচ্ছার চার পাঁচ মাস দিয়ে টাকা বন্ধ করে দিলে!

রুকসানা মহিলা সদস্যের গায়ের কাছে বসে বলে, যেটাকে আবার ধরেছে, সেই বেটি পয়সা আটকে দিচ্ছে—, বলতে বলতে অভিমানে কণ্ঠ ডুবে যায়, আমি কি নিজে ঘর বয়ে গেছিলুম? তুই তো বে করে নিয়ে গেছিস...' মেয়েটার দু-চোখে জল ভর্তি হয়ে ঝাপসা। অনুযোগে রুদ্ধ গলা, আমি না হয় শুইক্যে থাকি। বাচ্চাটা?

শ্যামলী শুনতে শুনতে ভাবে, সেদিনও তো মঙ্গলাটা সুধীরকে এমন গালমন্দ করে কাঁদছিল।

বুড়ো দাদু আশ্বাস দেয়, থাম। বউমা— একটু সুপারিশ করুক গরমেন্টের ফিরি উকিল পাব। জানোয়ারের ঘাড় কাত করাইয়ে—

শ্যামলী ব্যথিত গলায় বলে, ফ্রি উকিল তো পাবে। কিন্তু সেটা প্রধান লিখে দিলে— তারপর বি ডি ও করে দিলে তো? আমি...

বুড়ো নবিচাচা দাবড়ি দেয়, দূর বাবু। তুমি লিখে না দিলে দক্ষিণপাড়ার নতুন লোক প্রধান, আমাদের চিনবে কী করে?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। তাই শ্যামলী হাত বাড়িয়ে রুকসানার দরখাস্তটা নেয়। বাঁ-দিকের মার্জিনে অনেকখানি পরিসর। ভালো করে বাক্যবন্ধন করার আগে কুপিত হয় মনে মনে, দুষ্টমতির পুরুষগুলো অন্তত শায়েস্তা হোক। ভেবে লিখতে শুরু করে শ্যামলী, 'আদেবনকারী দরিদ্র ও অসহায়। সে এখন নিঃস্ব দাদুর সংসারে গলগ্রহ। তার সাহায্য বিবেচনা করা হউক।'

খটাং করে প্লাস্টিক ঢাকনার ইঙ্কপ্যাডটা খোলে। নিখুঁতভাবে রবার সিলটার ছাপ মেরে লেখে, শ্যামলী পাত্র। সদস্য। নামের নীচে স্পষ্ট অক্ষরে প্রাণ পায় কর্ণপুর শরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত।

বাচ্চারা জামা জুতো পরে পিঠে বইভর্তি ঢিপি ব্যাগ। ছেলেটা বলে, দিয়ে আসবে মা?

পাশেই শাশুড়ি দাঁড়িয়ে।

শ্যামলীর কণ্ঠে মায়ের প্রশ্রয়ের সম্মতি, হুঁ।

এতগুলো প্রতিবেশী নারীদের সামনে পারিবারিক মূল্যে জেগে ওঠে শ্যামলী।

বৃদ্ধ ইয়ারনবি বলে, আমরা আসি গো বউমা—।

ফট করে ছন্দা বউদির পায়ে হাত ছুঁয়ে বলে, আমরাও যাই গো—

সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আচমকা উঠে দাঁড়ায় শ্যামলী। ক্লান্ত মুখচোখ চকিতে ধুয়ে উজ্জ্বল। বুড়ো ইয়ারনবি দাঁড়াতেই মহিলা সদস্য বলে, রুকসানা—

গলায় অন্তর বেজে ওঠে। রুকসানা ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চায়, দিদি?

—চাচার হাতটা ধরে নে।

দাদু-নাতনি ধীরে ধীরে পৈঠে দিয়ে নেমে উঠোনে যায়। শ্যামলী দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বলে, রুকসানা ছাড়িসনি।

—দাদুকে? বলে ঘাড় ফেরায় শ্যামলীর দিকে।

—উঁহু। তোর সেই বদমায়েশ পুরুষমানুষটাকে—

তখনও মন ভরে দেখে শ্যামলীকে...সদস্যার কণ্ঠ দিয়ে নিকট-আত্মীয় নারী মুখ।

[আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়, মে ১৯৯৫]

Scanned by CamScanner